সভাপতি পলাশ ও সাধারণ সম্পাদক বকুল

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে হারদী কৃষি ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শরীফ আশরাফ আলী।

প্রধান অতিথির বত্তব্যে তিনি বলেন, কৃষকলীগ কখনো ঘরে বসে থাকেনি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা করোনাকে উপেক্ষা করে কাজ করেছি। এখন কাজ করে যাচ্ছি। আমরা কৃষকের ধান কাটা কর্মসুচী পালন করেছি। দুর্যোগের সময় জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে কাজ করে যাচ্ছি ।

আজকে বাংলাদেশ যখন উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছে, তখন বিএনপি-জামায়াত দেশে নানা ষড়যন্ত্র করছে। আপনারা দেখেন দেশে করোনা মহামারির সময় আওয়ামী লীগ, কৃষকলীগ, শ্রমিক লীগ কাজ করেছে বলে, আজকে আমাদের লোকজন কম করোনা আক্রান্ত হয়েছে, অনেকেই মারাও গেছে, অথচ বিএনপিরা কেই ঘর থেকে বের হয়নি, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াইনি। তারা কখনোই মানুষের জন্য কাজ করেনি। ক্ষমতায় যখন ছিল শুধু লুটপাট করেছে। আমরা দেশের কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছি ।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের বেসরকারী সংস্থা বিষয়ক সম্পাদক মিরুল ইসলাম।

এর পূর্বে নেতৃবৃন্দ পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পানু। সম্মেলনে হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সদসৌ গোপালগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি ওহিদুজ্জামান,

বিশেষ অতিথি ছিলেন গোপালগঞ্জ জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কবির, মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষকলীগের সহসভাপতি

তৌহিদুর রহমান চন্দন, আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার বজলুল করিম। উপজেলা কৃষকলীগের দপ্তর সম্পাদক সাহাবুল ইসলামের উপস্থাপনায় আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষকলীগ নেতা সৌমেন্দ্র নাথ সাহা। বক্তব্য রাখেন পলাশ বিশ্বাস প্রমুখ।

সম্মেলনে তারিক হাসান পলাশকে সভাপতি ও আসাদুজ্জামান বকুলকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে ৬১ সদস্য বিশিষ্ট হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের কমিটি গঠন করা হয়।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখতে চাই

উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা যেমন নিষ্পেষিত তেমনি রাষ্ট্র কর্তৃকও অবহেলিত দলিত সম্প্রদায়। বাংলাদেশের সংবিধান সকল নাগরিকের সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করলেও দলিত জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তার প্রয়োগে অনেক বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। জন্মগত ও পেশাগত কারণেই তাদের মূল জনস্রোত থেকে আলাদা করে রেখেছে। স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দলিত যুব সমাজের অংশগ্রহণ নাই বললেই চলে।

অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়ার ক্ষেত্রে দলিত যুবসমাজ মূল ধারার সাথে তাদের সম্পৃক্ত করতে পারেনা বা সম্পৃক্ত হতে দেওয়া হয় না। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিতে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌর পরিষদের মত তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়ন কমিটি গুলোতেও দলিত যুব সমাজের কোন প্রতিনিধি থাকে না।

বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে ভোটাধিকার প্রয়োগ, শিক্ষা গ্রহণ, চাকরি বা ব্যবসাসহ স্থায়ী ভাবে বসবাসের অধিকার থাকলেও অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠী হয়ে বেঁচে থাকতে হয় দলিতদের। এই বৈষম্যের শিকার হয়ে দলিত যুব সমাজের মধ্যে এক ধরণের মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কেউ বিপথে পা বাড়াই আবার কেউ উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখে। কেউ কেউ একত্র হয়ে নিজেদের গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের জীবন মান উন্নয়নে

ভূমিকা রাখার চেষ্টা করে।

গাংনী উপজেলায় আছে একটি উন্নয়ন সংস্থা যার নাম ‘দলিত হরিজন উন্নয়ন সংস্থা’। সেখানে সভাপতি হিসেবে অশোক চন্দ্র বিশ্বাস এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সাধন কুমার দাস নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

সভাপতি অশোক চন্দ্র বিশ্বাস জানান, হরিজনদের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে-দলিত হরিজন সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা, অল্প শিক্ষিতদের কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দেওয়া, নিরক্ষরদের বিভিন্ন হাতের কাজ সেখানো ও তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা, মহিলাদের বিভিন্ন কর্মমুখী শিক্ষা লভের সুযোগ করে দেওয়া, বাল্য বিবাহের সকল কুফল বর্ণনা ও রোধের ব্যবস্থা করা, সকলকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে সাহায্য করা, রাষ্ট্র প্রদত্ত বিভিন্ন রকমের সহায়তাগুলো কি এবং তা কি ভাবে কার মাধ্যমে পাওয়া যায় সে বিষয়ে ধারণা প্রদান করা, সামাজিক সমস্যার সমাধানের প্রশ্নে স্থানীয় মেম্বর চেয়ারম্যান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে সমাধানের চেষ্টা করা, অসচ্ছল ছাত্র ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা, শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং সর্বশেষ দলিত হরিচরণ পূর্ব পুরুষদের সংস্কৃতি ধরে রাখতে উদ্বুদ্ধ করা ও সার্বিক সহয়তা প্রদান করা।

মেহেরপুরের সুইপার কলোনির ২৮ জন যুবক একত্র হয়ে তৈরি করেছে হরিজন বালক পূজা কমিটি। অজয় বাসফোর, সঞ্জয়, জয়, রঞ্জিত, দীপক, গোপি, রনি, রানা, জনি ভূঁইমালি, বিপ্লব, প্রদীপ, শাওন সুরেন, বলবীর, কার্তিক, বিশাল, কৃষ্ণা, জুয়েলসহ একঝাঁক যুবক এই সংগঠনের সাথে কাজ করছে। তারা অভিন্ন ভাবে জানান, এই কমিটির মাধ্যমে তারা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকেন। নিজেদের মাসিক চাঁদা, বিভিন্ন উপলক্ষকে কেন্দ্র করে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে অনুদান সংগ্রহ করে ফান্ড তৈরি করেছেন। এই ফান্ড থেকে তারা বাৎসরিক ভিত্তিতে লোন প্রদান করে থাকে। হাঁস, মুরগি, ছাগল পালন বাঁশের কাজের সাথে জড়িতদের ব্যবসায়ী উপকরণ ক্রয়সহ নানান কাজে উদ্যোক্তাদের এই ঋণ দেওয়া হয়। একই সাথে ডিজে(উঔ) ডান্স ক্লাব ও ডি (উ) স্টাইল ক্লাব নামে দুটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এর মাধ্যমে এক দিকে তাদের সাংস্কৃতিক বিকাশ যেমন ঘটছে তেমনি বিভিন্ন স্থানে প্রোগ্রাম করে আর্থিক ভাবেও সুবিধা

পাচ্ছে।

গাংনী উপজেলার বামন্দিতে রয়েছে “বামন্দি বেদ সম্প্রদায় হস্তশিল্প সমবায় সমিতি”। হরে কৃষ্ণ আদিবাসী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নান্টু কুমারের নেতৃত্বে চলছে এই সংগঠনটি। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিষয় নয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়েও কাজ করে সংগঠনটি। আনন্দ স্কুল পরিচালনা, মন্দির ভিত্তিক পাঠাগার নিয়েও বর্তমানে কাজ চলছে।

নাগরিক সমাজের বিভিন্ন জনের মত দলিত জনগোষ্ঠীর লোকায়িত ধর্ম গুলোকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। উচ্চবর্ণের নিপীড়ন ও মনস্তাত্ত্বিক চাপ থেকে তাদের রক্ষা করতে হবে। বলরাম হাড়ি’র দর্শন কে ধারণ করতে হবে। যুবসমাজ উন্নয়নের একটি বড় শক্তি তা সে যে সম্পদায়েরই হোক না কেন। তাদেরকে সকল উন্নয়ন ভাবনায় যুক্ত করতে হবে।

স্থানীয় উন্নয়ন ভাবনায় দলিত যুব সমাজের অংশ গ্রহণ প্রশ্নে মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন (ধুমকেতু) বলেন, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী হিসেবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব তাদের মূল ধারার সাথে সংযুক্ত করা। একই সাথে সিভিল সোসাইটির ব্যক্তিবর্গকে এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে। উৎপাদনের মূলধারা কৃষি কাজে দলিত জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

জীবননগরে ১৮জন গৃহহীনদের জমিসহ বাড়ির চাবি হস্তান্তর

মুজিববর্ষ উপলক্ষে সারাদেশের ন্যায় জীবননগরে ১৮জন গৃহহীনদের জমিসহ বাড়ির চাবি হস্তান্তর করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার ১৮জন ভুমিহীন ও গৃহহীন ব্যাক্তিদের মাঝে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসাবে জমিসহ বাড়ির চাবি হস্তান্তর করা হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকনের সভাপতিত্বে জীবননগর উপজেলা পরিষদের হলরুমে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে জমিসহ বাড়ির চাবি হস্তান্তর করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাজি হাফিজুর রহমান, জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম মোর্তুজা, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আবু মোঃ আঃ লতিফ অমল,জীবননগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক নজরুল ইসলাম,

জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস আয়েসা সুলতানা লাকী, মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, বাকা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধানসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে সড়ক কাঁপাচ্ছে মাটি বোঝাই ট্রাক্টর

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার ৮নংধানখোলা ইউপি জুগিন্দা, বাগুদা টেপা সহ কয়েটি গ্রামে চলাচলের রাস্তা দিয়ে সকাল ৭টা থেকে সন্ধা ৭টা পর্যন্ত মাটি বোঝাই ট্রাষ্টর চলাচলের কারনে এতদা অঞ্চলের দুবিসহ জীবন যাপন করিতেছে গ্রামবাসীরা।

জুগীন্দা চায়ের দোকানদার মকলেছুর জানান প্রতিদিন প্রায় ৩০টি ইটভাটা মাটি বোঝাই ট্রাষ্টর একটি রাস্তা দিয়ে চলাচলের কারনে আমার ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে।

জুগীন্দা জামে মসজিদের মুসুল্লিরা জানান এই গ্রামে ২টি মসজিদ রাস্তা পার্শে হওয়ার কারনে মাটি বোঝাই ট্রাষ্টর শব্দের কারনে নামাজ কালাম পড়াই বিঘ্নীত হয়।

পথচারী আমজাদ,আবুল কালাম, আব্দুর রহমান, সহ শত শত মানুষের

অভিযোগ মাটি বোঝাই ট্রাষ্টর কারনে শিশু কিশোরদের বাড়ীতে বের হতে পারছেনা।

অতিরিক্ত ধুলাবালি ও দুরঘটনার ভয়ে কারনে শিশু কিশোরদের মনে উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। বাড়ী ঘরে জিনিসপত্র ধুলাবালিতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

৮নং ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান বলেন ধানখোলা ইউপি বিভিন্ন গ্রামের রাস্তা ইটভাটার মাটি বহনের ট্রাষ্টর মালিকদের দখলে জনসাধরনের চলাফেরা কোন রকম ব্যবস্থা নেই এবং তিনি আরো জানান বিগত আইন শৃস্খলা মিটিং বিষয়টি আমি উত্থাপন করে ছিলাম।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে যোগাযোগ করিলে মোবাইল ফোন রিসভ করেনি।

শান্তি ও সম্প্রীতির গাংনী পৌরসভা করার লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে নবনির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলরদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শান্তি ও সম্প্রীতির গাংনী পৌরসভা করার লক্ষ্যে শনিবার দুপুরে ফ্যাসিলেটর গ্রুপ পি এফ জির আয়োজনে মহিলা কলেজের সভা কক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন পিএফজির মাষ্টার টেইনার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মোঃ সিরাজুল ইসলাম।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নবনির্বাচিত পৌর মেয়র আহমেদ আলী, গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান, বামুন্দী ইউপি

চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, সুজন সভাপতি অধ্যাপক আব্দুর রশিদ, বীরমুক্তিযোদ্বা মোজাম্মেল হোসেন, পিএফজির কো অর্ডিনেটর প্রভাষক মহিবুর রহমান মিন্টু ও নবনির্বাচিত কাউন্সিলর বৃন্দ।

এসময় হাঙ্গার প্রজেক্টের এলাকা সমন্ন্নয়কারী, হেলাল উদ্দীন, পিএফজির সদস্য জুলফিকার আলী কানন, আজিজুল হক রানু, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু, পিএফজির সদস্য জুবায়ের সাকিব বাপ্পি,জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি সাজেদুর রহমান বিপ্লব,ছাত্রনেতা নাঈম ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহের হলিাধানীতে যুবলীগের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়নে ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি সহযোগিতায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক ও সম্ভাব্য চেয়ারম্যান প্রার্থী মোঃ হারুনুর রশিদের উদ্যোগে ইউনিয়নের শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার সকাল ১১টায় হলিধানী ইউনিয়ন পরিষদে এই কম্বল বিতরণ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ছিলেন হলিধানী ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোঃ হাসেম মিয়া, কাতলামারী ফাঁড়ির ইনচার্জ এস আই মোঃ আনিচুর রহমান রহমান, ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক পারভেজ আলম, ৪নং ওয়ার্ডের মেম্বার আবুল মিয়া এবং ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, কৃষকলীগ ও ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দসহ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

হরিণাকুন্ডু উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতিসহ ৩ নেতা বহিস্কার

পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের বিরুদ্ধে কাজ করায় ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতিসহ ৩ আওয়ামী লীগ নেতাকে বহিস্কার করা হয়েছে।

শনিবার দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক আছাদুজ্জামান আছাদ স্বাক্ষরিত এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বহিস্কৃতরা হলেন হরিণাকুন্ডু উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মশিউর রহমান জোয়ার্দ্দার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম শরিফ ও হরিণাকুন্ডু পৌরসভার বর্তমান মেয়র ও পৌর আওয়ামী লীগ সভাপতি শাহিনুর রহমান রিন্টু।

জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক আছাদুজ্জামান আছাদ জানান, ৩য় ধাপে অনুষ্ঠিত হরিণাকুন্ডু পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে পৌরসভার বর্তমান কাউন্সিলর ফারুক হোসেনকে মনোনীত করা হয়েছে।

কিন্তু ওই ৩ আওয়ামী লীগ নেতা বিভিন্ন সময় আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা মার্কার মেয়র প্রার্থী ফারুক হোসেনের প্রতীকের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচারণাসহ মানববন্ধন, উস্কানীমুলক বক্তব্য, উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে বসে নেতাকর্মীদের নৌকার বিরুদ্ধে কাজ করতে উৎসাহিত করে আসছে।

এ ঘটনায় মেয়র প্রার্থী ফারুক হোসেন লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কাছে অভিযোগ করে। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কেন্দ্রের নির্দেশে ওই ৩ জনকে বহিস্কার করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে এস এ টিভির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

‘আট পেরিয়ে নয়ে পদার্পন, সাথে আছি সব সময় এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে এস এ টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।
এ উপলক্ষে শনিবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সামনে থেকে একটি র্যালী বের করা হয়।

র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আরিফ উজ জামান, জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান দিপ্তী রহমান, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপু, সাবেক সভাপতি এম সাইফুল মাবুদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তরুণ সমাজ সেবক যুবলীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলম, এস এ টিভি দর্শক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন জুলিয়াস, এস এ পরিবহনের ম্যানেজার খন্দকার ইকবাল হোসেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি ও এস এ টিভির জেলা প্রতিনিধি ফয়সাল আহমেদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সহ সম্পাদক ও দৈনিক আমার সংবাদের জেলা প্রতিনিধি কে এম সালেহ, ডেইলি বাংলাদেশ পোষ্ট এর ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি দেলোয়ার কবির, মানবজমিনের জেলা প্রতিনিধি আমিনুল ইসলাম লিটন, এশিয়ান টিভির জেলা প্রতিনিধি এম রবিউল ইসলাম রবি, একাত্তর টিভির জেলা প্রতিনিধি রাজিব হাসান, বাংলাদেশ বেতারের জেলা প্রতিনিধি কোরবান আলী, দৈনিক আমাদের কণ্ঠ এর জেলা প্রতিনিধি এম এ জলিল, ঢাকা প্রতিদিন এর জেলা প্রতিনিধি মোস্তফা কামাল, দৈনিক নবচেতনার জেলা প্রতিনিধি সাজ্জাদ আহমেদ,

দৈনিক সকালের সময় এর জেলা প্রতিনিধি শামীমুল ইসলাম শামীম, ভোরের পাতার জেলা প্রতিনিধি শাহানুর আলম, সময়ের আলোর জেলা প্রতিনিধি কাজী আলী আহমেদ লিকু, ভোরের কাগজের জেলা প্রতিনিধি রোকনুজ্জামান মিলন, ঝিনাইদহ সংবাদের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মেহেদী হাসান সবুজ, সময় টিভির জেলা প্রতিনিধি লোটাস রহমান সোহাগ, মুভিবাংলা টেলিভিশন ও স্পন্দন পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি খাইরুল ইসলাম নিরব, দৈনিক আমাদের অর্থনীতির জেলা প্রতিনিধি সুলতান আল একরাম, দৈনিক পথযাত্রা পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি বশির আহমেদ, নারী সাংবাদিক ময়না খাতুন, দৈনি শ্যামবাজার পত্রিকার সম্পাদক আলী হাসান, সাংবাদিক এস কে কাদের, জাহিদ হাসান, জহিরুল ইসলাম, সম্রাট হোসেন, আশরাফুল ইসলাম, শাহিনুর আলম।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন চ্যানেল টোয়েন্টিফোর এর জেলা প্রতিনিধি সাদ্দাম হোসেন। আলোচনা সভা শেষে কেক কাটা হয়। এসময় রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুর থানা পুলিশের অভিযানে ১৫ আসামী আটক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পৃথক মামলার ওয়ারেন্ট ভুক্ত ১৫ জন আসামীকে আটক করেছেন কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।

শুক্রবার সকালে তাদেরকে বিশেষ গাড়িতে আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলম জানান, বৃহস্পতিবার রাত ভোর থানা পুলিশ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালায়।

এ সময় পৃথক মামলার ওয়ারেন্ট ভুক্ত ১৫ আসামীকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, উপজেলার গালিমপুর গ্রামের সুজন আলী, বিশারত আলী, নয়ন আলী, কটা আলী, বড়বামনদহ গ্রামের জাকির হোসেন, সলেমানপুরের

বাবুল মালিতা, কমল পাল, কাঠালিয়ার শুকুর আলী, আশরাফুল ইসলাম, কাগমারীর জাহাঙ্গীর আলম, শাহা জালাল, সাবদারপুরের মুক্তার হোসেন, জয়দিয়ার লতিফ হোসেন, রেলস্টেশন পাড়ার আব্দুল আলীম ও বলুহরের প্রদীপ হালদার।

শুক্রবার কারা পুলিশের পিকাপ ভ্যানে তাদেরকে আদালতে পাঠানো হয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার গাইডলাইন প্রকাশ, যেভাবে হবে ক্লাস

করোনাভাইরাসের সংক্রমণের কারণে বন্ধ থাকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার বিষয়ে আগামী ৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। এর সঙ্গে একটি গাইডলাইন প্রকাশ করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর। এ গাইডলাইন অনুসারে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরিকল্পনা করা হয়েছে প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার। আবার খোলার বাজেট তৈরিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ পাওয়া মাত্র শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দিতে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার গাইডলাইনে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব পেয়েছে। তিন ফুট দূরত্বে ক্লাসরুমের বেঞ্চগুলোকে স্থাপন করতে বলা হয়েছে। পাঁচ ফুটের কম দৈর্ঘ্যের একজন শিক্ষার্থী এবং পাঁচ থেকে সাত ফুট দৈর্ঘ্যের বেঞ্চে দুজন শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবিধি মেনে গাইডলাইন অনুসারে ক্লাস করতে পারবে। স্কুলে ঢোকার আগেই থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা পরীক্ষা করার কথাও বলা হয়েছে।

সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে বেঞ্চের দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুটের কম হলে

প্রতি বেঞ্চে একজন করে শিক্ষার্থী বসতে পারবে

কতজন বসবে বেঞ্চে
সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে বেঞ্চের দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুটের কম হলে প্রতি বেঞ্চে একজন করে শিক্ষার্থী বসতে পারবে। বেঞ্চের দৈর্ঘ্য পাঁচ থেকে সাত ফুট হলে প্রতি বেঞ্চে দুজন করে শিক্ষার্থী বসতে পারবে। যদি বেঞ্চের দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুট বা তার বেশি হয়, তবে প্রতিটি বেঞ্চে দুজন করে ছয়টি বেঞ্চে ১২ জন শিক্ষার্থী বসতে পারবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুর কয়েকটি ধাপ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু করার জন্য কয়েকটি ধাপের কথা বলেছে মাউশি। এই নির্দেশিকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু করার জন্য যে ধাপগুলো বিবেচনা করা হয়েছে, তা হলো-

১.নিরাপদ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা করা।

২. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রস্তুত করা।

৩. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিরাপদে চালু করা।

৪. শিক্ষা কার্যক্রম চলাকালে করোনার বিস্তাররোধে পদক্ষেপ নেওয়া।

‘কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণ’ শীর্ষক নির্দেশিকায় স্কুল-কলেজ খোলার আগে পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আকর্ষণীয় করাসহ স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শিফটিং করে নিরাপদ দূরত্বে ক্লাসে বসা, প্রথম ১৫ দিন সহ-শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করে আনন্দঘন পরিবেশ তৈরি এবং দুই মাসের মধ্যে কোনো পরীক্ষা না নেওয়ার কথা বলা হয়েছে নির্দেশনায়। ৩৯ পৃষ্ঠার নির্দেশনাটি ইউনিসেফের সহযোগিতায় প্রস্তুত করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে নতুন স্বাভাবিকতা (নিউ নরমাল) হিসেবে বিবেচনা করে এই নির্দেশিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যবহার করতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংক্রমণের বিস্তার রোধে ব্যবস্থা
কোভিড-১৯ বিস্তার রোধে প্রতিদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশের

সময় সবার স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সবার জন্য মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা, শিক্ষার্থীরা যাতে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলাফেরা করতে পারে এ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থারও পরিকল্পনা নিতে হবে।

নিরাপদ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উপস্থিতির সংখ্যা নিরূপণ করতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে কতজনকে একই শিফটে এনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে তা পরিকল্পনা করা হবে। সে ক্ষেত্রে বসাতে হবে ৩ ফুট দূরত্ব নিশ্চিত করে। শিক্ষার্থীর চাহিদা ও অভিভাবকের মতামতের ভিত্তিতে এবং প্রতিষ্ঠানের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের তালিকা তৈরি করতে হবে।

আনন্দঘন শিক্ষা কার্যক্রম
দীর্ঘদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের যে মানসিক চাপ তৈরি হয়েছে তা থেকে মুক্ত করার জন্য নিরাপদ ও আনন্দঘন শিখন কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রথম ১৫ দিন শিক্ষা কার্যক্রম কেমন হবে, কতটা সময় শিখন কার্যক্রম এবং কতটা সময় মনোসামাজিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা থাকবে তার পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। প্রথম এক বা দুই সপ্তাহ পাঠক্রমভিত্তিক শিখনের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা ও সহ-শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মনোসামাজিক সহায়তা এবং মানসিক ও শারীরিক কার্যক্রমের মধ্যে খেলাধুলা, মেডিটেশন, যোগব্যায়াম, গাছ লাগানো ও পরিচর্যা, সংগীত চর্চা, ছবি আঁকা, সামাজিক সেবামূলক কাজ করতে নির্দেশনা রয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালুর প্রথম দুই মাসের মধ্যে এমন কোনো আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা বা মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা যাবে না, যা শিক্ষার্থীর ওপর চাপ তৈরি করতে পারে।

পরিকল্পনামাফিক প্রয়োজনীয় জীবাণুনাশক প্রয়োগসহ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের দায়িত্ব বণ্টন, নির্দিষ্ট সময় পর পর ২০ সেকেন্ড ধরে সঠিকভাবে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রাখা এবং দৃশ্যমান স্থানে ঝুলিয়ে রাখতে হবে এ সংক্রান্ত পোস্টার।

কোভিড-১৯ বিস্তার রোধে ব্যবস্থা
এ ক্ষেত্রে কন্টাক্ট লেস থার্মোমিটার স্থাপন এবং তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বাড়িতে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।